মঙ্গল-গীত।

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার প্রণীত
ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
প্রথম সংস্করণ
১৩২২

মূল্য ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জয়তি।

নিবেদন।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি বঙ্গাব্দ ১৩০৭, ১লা ভাদ্র শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিবস প্রতিষ্ঠার পর হইতে অদ্যাবধি প্রধান প্রধান ঘটনা উপলক্ষে যে সমস্ত স্তুতি গীতি প্রার্থনা সঙ্গীত প্রভৃতি সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক পঠিত ও গীত হইয়াছিল তাহার কতকগুলি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুখে যে গীতগুলি গান করিতেন তাহার কয়েকটী মাত্র এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল। ইহাতে যদ্যপি কাহারও কোন উপকার হয় তাহা হইলে ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে সহৃদয় শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দে মহাশয় পতিত পাবন নাম সংকীর্ত্তনটী বিশেষরূপে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও রামকৃষ্ণ সেবক সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ যত্ন ও উৎসাহে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা ১৩২১
৬নং ভবন, ৪৪নং ষ্ট্রীট্,
রেঙ্গুন, ব্রহ্মদেশ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত
দাসানুদাস
শ্রীসতীশচন্দ্র দে দাসস্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা সহচর এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদ,

শ্রীদক্ষিণেশ্বর স্থিত শ্রীশ্রী৺ভবতারিণী দেবীর

মহাভক্ত সেবক, শ্রীশ্রীপ্রভুমন্দির রক্ষক,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীচরণাশ্রিত

সেবকবৃন্দের পরমারাধ্য

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় দাদা মহাশয়ের

শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলী স্বরূপ

এই "মঙ্গল-গীতি" অতুল আনন্দের

সহিত উৎসর্গীকৃত

হইল।

শ্রীশ্রীরাসপূর্ণিমা, ১৩২২।

প্রণতঃ—সতীশ।

সূচিপত্র।

—*—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

মঙ্গল-গীতি

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

গীতা।

আবির্ভাব।

হয়ে জ্যোতির্ম্ময় শ্রীহরি উদয়
জগতপাশ্রিত দ্বিজ আগারে,
নিখিল ভুবন করে দরশন
আজি নারায়ণ নব আকারে।১

গয়ার স্বপন করিয়ে স্মরণ
পিতার নয়নে ঝরিছে লোর,
না সরে বচন প্রেমে অচেতন
আপনার ভাবে আপনি ভোর।২

প্রকৃতি জননী ভাবে উন্মাদিনী
প্রেমময়ে আজি কোলেতে পেয়ে,
সাজিল শোভন করিয়া যতন
সহচরী সহ বসন্ত লয়ে।৩

মঙ্গল-গীতি।

ফুটিল মালতী আর বেলা যুঁথী
ফুটিল বকুল গোলাপ ফুল,
মলয় পবন বহে সঞ্চালন
তরুপরে ফোটে নব মুকুল।৪

লতা-কুঞ্জবনে পিক পঞ্চতানে
আনন্দে গাহিছে পুলক ভরে,
ভাষা অকথিত অতি সুললিত
শুনেনি কখন দেব কি নরে।৫

নারদ দেবর্ষি যোগাসনে বসি
ধ্যানেতে জানিয়া এ সব কথা,
ত্যজি যোগাসনে বীণার বাদনে
গাহিতে লাগিল নূতন গাথা।৬

গোলক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরি
ত্যজিয়া গোলক পুলক ধাম,
প্রকাশিত আজি নবরূপে সাজি
ধরিয়া রামকৃষ্ণ মোক্ষ নাম।৭

হে জগৎবাসী আজি দুঃখ নিশি
বহুদিন পরে প্রভাত হ'লো,
কি সুখ-সম্ভার হের একবার
প্রেমময় পিতা নিকটে এলো।৮

শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী বাজা বঙ্গবাসী
উল্লুক আজিবে জগত জুড়ে,
বঙ্গমাতা কোলে জগপতি খেলে
গোলক হইল ভূলোক পরে।৯

হিমাদ্রী গলিবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিবে
যবে যোগাসনে বসিবে বিভু,
কোটী সূর্য্য জিনি হবে তনুখানি
তেজোময় যাহা হয় না কভু।১০

পাষাণ দ্রবিয়া ভকুল ভবিয়া
মরুভূমে ব'বে প্রেম-প্রবাহ,
মৃত অৰ্দ্ধ মৃত যে যেখানে যত
লভিবে তখন নূতন দেহ।১১

যুগে যুগে যুগে নবদেহ যোগে
অতীতের তাঁর পুরাণ কথা,
জ্ঞানহীন নরে বুঝাবার তরে
বিতরিবে এবে সরল প্রথা।১২

অমূল্য জীবনী অমৃত কাহিনী
অনন্ত ভাষাতে রচিবে গাথা,
দেশ দেশান্তরে গাবে চিরতরে
রামকৃষ্ণ উক্তি জলন্ত গীতা।১৩

অমরা হইতে নক্ষত্র গতিতে
অম্বর ছাইয়া আসে অমরা,
সখা সাথী হয়ে জনম লভিয়ে
গুণ গানে তাঁরা মাতাবে ধরা।১৪

বীণার ঝঙ্কারে হরষ অন্তরে
ভবিষ্যত গীতি গাহিয়া কত
কবি দেবমায়া ধরি ছায়া কায়া
মিশিল অম্বরে চপলা মত।১৫

এস হে প্রাণেশ এস পরমেশ
অনন্ত অব্যক্ত জ্যোতির জ্যোতি,
সর্ব্বশক্তিমান তুমি ভগবান্
বিশ্ব হিত তরে ধর মুরতি।১৬

পাপের তাড়নে কাতর পরাণে
ভকতে ডাকিলে থাকিতে নার,
চিদ্ঘনরূপ প্রকাশি স্বরূপ
দয়াময় নাম প্রচার কর।১৭

বড় ভাগ্যবান ভারত সন্তান
এ ঘোর দুর্দ্দিনে তোমাকে পেয়ে,
ধর্ম্ম গণ্ডগোল হয়েছে প্রবল
উপধর্ম্মে গেছে জগৎ ছেয়ে।১৮

এস শান্তিময় মঙ্গল আলয়
বিনাশ সংশয় অভয় দানে,
সর্ব্বধর্ম্মেক ব্রহ্মধর্ম্মতত্ব
অহরহ যেন জাগেহে মনে।১৯

এ বিশ্ব কাননে যে আছে যেখানে
সকলে তোমারি মহিমা গায়,
কবি হে প্রণতি মাগি শুদ্ধাভক্তি
যেন মত্ত মন ও পদে ধায়।২০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি।

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ গোলক বিহারী।
জয় জয় রামকৃষ্ণ দ্বিজ-বেশধারী॥
তুমি হে দেবের দেব, তুমি মহাদেব।
সাম, ঋক, অথর্ব্বাদি তুমি চতুর্ব্বেদ॥
তোমা হতে হয় সৃষ্টি, তোমাতে নির্ব্বাণ।
বদ্ধজীবে দাও মুক্তি, মূর্খে দাও জ্ঞান॥
যে ডাকে তোমাকে প্রভু, সে ডাকে সকলে।
সকলের মূল তুমি, মন-প্রাণ বলে॥
তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি খৃষ্টবর।
সকলরূপের তুমি অনন্ত আকর॥
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, বরাহ বামন।
নৃসিংহ পরশুরাম, ক্ষত্র-নিসূদন॥
রক্ষ-বংশ ধ্বংস হেতু রাম অবতার।
অহল্যা উদ্ধার পেলে চরণে তোমার॥
অর্জ্জুনের সখা তুমি কৃষ্ণরূপ ধ'রে।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, দেখালে সবারে॥
বুদ্ধরূপে জীব প্রতি অপার করুণা।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে ঘোষণা॥

ইহুদি নগরে তুমি মেরি গর্ভে পুনঃ।
শুভযোগে খৃষ্টরূপে দিলে দরশন ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব ব্রহ্মচারী ছিলে আজীবন।
ইন্দুমুখে হাসি রাশি ছিল সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রেমের আবেশে ভেসে যে তত্ত্ব শোনালে।
ভক্তিপূত বাক্য উক্ত আছে বাইবেলে।
জগৎ আরাধ্য দেব দয়ার সাগর।
ক্ষমার অদ্ভুত দৃশ্য দেখালে সুন্দর ॥
যখন পাপীর দল তুলি ক্রুশোপর।
কণ্টক মুকুট দিল তব শিরোপর ॥
"পিতঃ ক্ষমা কর সবে, ইহারা জানে না।"
স্বর্গস্থ পিতার কাছে করিলে প্রার্থনা ॥
জগতের পাপ ভার করিয়া বহন।
ক্রুশোপরি শেষ শয্যা করিলে গ্রহণ।
কতরূপ ধর বিভু কে বুঝিতে পারে।
মহম্মদরূপে তুমি "আমিনা" উদরে।
অনুপম বীর-গাথা জগৎ শুনিল।
অমিয় কোরাণ বাণী বিশ্ব বিমোহিল।
অপার তোমার লীলা কি বুঝিব হরি।
হরিনাম বিলাইলে গৌররূপ ধরি ॥
এবে রামকৃষ্ণরূপে এসে ভগবান।
একাই অনন্ত তুমি দেখালে প্রমাণ ॥

শ্রীরাম, রহিম, কৃষ্ণ, যোগেশ্বর খৃষ্ট।
শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধদেব, একা রামকৃষ্ণ ॥
ধর্ম্ম সংরক্ষণ হেতু যত অবতার।
রামকৃষ্ণ—বিশ্বরূপ সমষ্টি সবার ॥
বেদ, বাইবেল, শাস্ত্র, পুরাণ, কোরাণ।
তন্ত্র, গীতা, বেদান্তাদি মহান নির্ব্বাণ ॥
সকল মতেতে দেব সাধিয়া দেখালে।
যে যা বলে ডাকে, সব যায় একস্থলে ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় করিয়া স্থাপন।
জ্ঞানের আলোক দানে জাগালে ভুবন ॥
রামকৃষ্ণ ইষ্টমূর্ত্তি বহুরূপধারী।
সচ্চিদানন্দময় ভবের কাণ্ডারী ॥
পূর্ণব্রহ্ম রামকৃষ্ণ পতিতপাবন।
বিধির বিধাতা তুমি কপাল মোচন ॥
লীলাময় লীলা তব বিশ্ব বিমোহন।
সেবক প্রণতি দেব করহে গ্রহণ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি।

(২)

দেব দেব মহাদেব ব্যোমাতীত নিরঞ্জন।
কৈবল্য স্বরূপ শুদ্ধ অজ্ঞান জ্ঞান নাশন ॥
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ভক্ত চিত্ত বিনোদন।
নমো নমো রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥১

নরোত্তম নারায়ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পালক।
অবিজ্ঞেয় অপ্রতর্ক্য ভক্তিমার্গে প্রকাশক ॥
দিবাকরে বিভাবরে কর, কর বিতরণ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ ত্রিতাপ তাপ-নাশন ॥২

আদ্যাশক্তি মহামায়া তুমি দেব মহেশ্বর।
যুগে যুগে ধর তুমি কত রূপ নিরন্তর ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে করে তব গুণ গান।
নমো নমো রামকৃষ্ণ দেহি শ্রীচরণে স্থান ॥ ৩

যখন যে দেশে হয় অধর্ম্মের অভ্যুত্থান।
তখনি মানব বেশে কর ধর্ম্ম বলবান ॥
অদ্ভুত তোমার লীলা নাহি বুঝে হীনপ্রাণ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ দেহি মোরে ভক্তিদান ॥৪

অজ্ঞান ব্যাপিত দেশে নাহি পায় ভক্তি স্থান ।
তাই বুঝি এলে এবে দিতে ভক্তি শিক্ষা দান ।
জ্ঞান ভক্তি দুয়ে দেব মিলাইলে চমৎকার ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ তুমি পূর্ণ অবতার ॥৫

অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল যত নর নারী ।
ঢালিলে তাদের প্রাণে ভক্তি নামামৃত-বারি ।
সচ্চিদানন্দ প্রেমে পূর্ণ হ'লো চরাচর ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর ।৬

অনাদি অনন্ত তুমি বুঝে হেন শক্তি কার ।
তুমি জ্ঞান তুমি ভক্তি বিজ্ঞানের মূলাধার ॥
আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডবাসী ডাকে তোমা নিরন্তর ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ তুমি রাজ-রাজেশ্বর ।৭

যোগেশ্বর জগন্নাথ তুমি দেব দয়াময় ।
প্রকাশিলে কত তত্ত্ব সাধি নিজে গুণময় ।
যোগ ভোগ জ্ঞান ভক্তি বান্ধিলে হে একসূত্রে ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ দেহি ভক্তি মহামন্ত্রে ।৮

নানা ধর্ম্মভাব এবে ভাবত গগনোপরি ।
সদা তর্ক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ মম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ করি ॥
এ হেন সময়ে প্রভু করিলে দেহ ধারণ ।
নমো নমো রামকৃষ্ণ কলি-বিবাদভঞ্জন ।৯

সাকারে বা নিরাকারে তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
যে জন যে ভাবে চায় তাঁতে পায় দরশন॥
রামকৃষ্ণরূপে তুমি দেখালে অনন্ত লীলা।
নমো নমো রামকৃষ্ণ দেহি শ্রীচরণে ভেলা॥১০

একেতে অনন্ত তুমি দেখালে হে ভগবান।
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় স্থাপিলে নব-বিধান॥
ঘুচে গেল মানবের ভ্রান্তি মোহ মদ যত।
নমো নমো রামকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীত অতীত॥১১

কামিনী কাঞ্চনাশক্ত মোহমগ্ন জীবগণে।
দিও হে দিও হে স্থান তব বাঞ্ছা শ্রীচরণে॥
অকূলে ব্যাকুলান্তরে মাগি কৃপা যুক্ত করে।
নমো নমো রামকৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে হরে॥১২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তুতি।

(১)

নম দেব মহাদেব রামকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর।
ভূভার হরণে এবে, ধরি নব কলেবর॥
অসীম প্রেমের দৃশ্য দেখাইলে জীবগণে।
শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠিলে কৃপা-বারি-বিন্দু দানে॥১

সর্ব্বশক্তি মূলাধার চিদাচিত নিরঞ্জন।
মুক্তি সেতু হেতু তুমি ধর রূপ অগণন॥
নিরাকার নির্ব্বিকার, নিত্য সত্য সনাতন।
একাধারে তুমি দেব পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ॥২

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রাধা কালী আদ্যাশক্তি
সর্ব্বলোকে সমভাবে ব্যাপ্ত আছ জগদ্ধাত্রী
অপার অনন্ত প্রেম কর সদা বরষণ।
বিনাশ ভবের ক্লেশ, অশেষ মোহ বন্ধন॥৩

তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ তুমি এবে রামকৃষ্ণ।
চিরযোগী সর্ব্বত্যাগী প্রেমময় যীশুখ্রীষ্ট॥
শাক্যসিংহ শাক্যকুলে নির্ব্বাণ পথ প্রদানে।
অজ্ঞানতা বিনাশিলে নষ্ট করি ভেদ জ্ঞানে॥৪

আরব মরুর মাঝে মহম্মদ রূপ ধরি।
পূর্ণ যোগী পূর্ণ গৃহী ছিলে তুমি হে মুরারি॥
দেখাইলে মুক্তিপথ, জ্বালিয়া জ্ঞানের বাতি।
অপার তোমার প্রেম কি বুঝিব মূঢ়মতি॥৫

মুক্তি নাম হরি নাম, প্রচার করিতে জীবে।
কালশশী ছেড়ে বাঁশী, গৌর হয়ে এলে ভবে॥
হরি নাম বিলাইলে পাপী তাপী দুঃখীজনে।
অধম তারণ রূপে তরালে পাষণ্ডগণে॥৬

বেদ, গীতা, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ।
কোরাণ, বাইবেলাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অগণন॥
প্রকাশিলে সারতত্ত্ব "কথামৃত" মুক্তিদ্বার।
তুমিই একাকি প্রভু, সর্ব্বশাস্ত্র মূলাধার॥৭

নররূপী নারায়ণ, অপরূপ দরশন।
দরশনে নাশে তম নাশে মোহ আবরণ॥
ভক্তহৃদি সিংহাসনে করি নিত্য অধিষ্ঠান।
মাভৈ মাভৈ বলি, দাওহে অভয় দান॥৮

প্রেমময় প্রেমাধার প্রেম তব অতুলন।
প্রেমের অমৃত নদী বহিতেছে অনুক্ষণ॥
সে প্রেম কণিকা পানে সসাগরা ধরা মত্ত
ধরাধামে সেই ধন্য যে বুঝে তোমার তত্ত্ব॥৯

সংসার মায়া কাননে আছি বদ্ধ চিরতরে।
কেমনে যাইব দেব, রামকৃষ্ণ লোক পরে॥
অনন্ত তোমার দয়া দেখিতেছি নিশিদিনে।
শ্রীচরণে দিও স্থান, দয়াময় নিজগুণে॥১০

প্রার্থনা।

(১)

এ ভবে আসিয়া মায়াতে পড়িয়া
জীবন কাটানু বিফলে।
একে একে স্মরি করমের স্মৃতি
হৃদয় দহিছে অনলে॥১

রোগ শোক তাপে, জর জর তনু,
দুর্ব্বল তাহে প্রাণমন।
কাম ক্রোধ আদি রিপুগণ সবে
বিতরে আশা প্রলোভন॥২

কামিনী কাঞ্চনে, মায়া কারাগারে,
বান্ধিয়াছে মোহ শৃঙ্খলে।
কর মুক্তি নাথ, ভক্তি বিশ্বাসেতে,
মজিয়ে মজাই সকলে॥৩

মোহে অভিভূত, অতীব অজ্ঞান,
অসারে রয়েছি মগন।
প্রাণারাধ্য দেব, হৃদয় দেবতা,
চরণে লইনু শরণ ॥৪

দাও পদ ছায়া, এ অধম জনে,
পুরাও ভকত বাসনা।
অঞ্জলি অঞ্জলি, দিব পুষ্পাঞ্জলি,
অভিমত চির কামনা ॥৫

প্রাণকান্ত হরি, এস প্রাণসখা,
কহ কৃপা করি দাসেরে।
কি রূপেতে তব, ও মোহন রূপ,
হেরিব হৃদয় মাঝারে ॥৬

এস এস নাথ, হৃদয়ের স্বামী,
ভুলনা ভুলনা দাসেরে।
বিনা ও চরণ, এ জীবন তরি,
ডুবিবে অকুল পাথারে ॥৭

হৃদি আলো করি, এস প্রাণেশ্বর,
হৃদয় আসন উপরে।
ভুলি শোক জ্বালা, মরম বেদনা,
মনোসাধে হেরি তোমারে ॥৮

প্রার্থনা।

(২)

সংসার কাননে বসি,
ভাবিতেছি দিবা নিশি,
কোথা তুমি কোথা আমি অনাথ স্মরণ।
আমার রোদন ধ্বনি,
আমার কাতর বাণী,
পশে কি তোমার কাছে হে দীন তারণ ?

আরাধনা স্তব স্তুতি,
জানিনা হে বিশ্বপতি,
দীন হীন অন্ধ আমি অবোধ অজ্ঞান।
অপরাধ মনে হলে,
হৃদয়ে অনল জ্বলে,
ভাবি তব বিশ্ব রাজ্যে নাহি মম স্থান॥

মায়ার কুহকে আমি,
ভুলিয়ে তোমায় স্বামী,
রবির কিরণে হেরি জাগ্রত স্বপন।
কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে,
অনিত্য অসারে নিত্য রয়েছি মগন॥

এ হেন পাতকী জনে,
তাবিবে কি নিজগুণে,
হেরিব কি শ্রীচরণ মঙ্গল নিদান ?
কৃতাঞ্জলি পুটে হরি,
কাতরে মিনতি করি,
ভ্রান্তি পথ হতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥

ভোলানাথ ভুলপথে,
দিওনা আমায় যেতে,
সুমতি করিও দান ভ্রান্তি বিনোদন।
সম্পদে বিপদে বিভু,
যেন নাহি ভুলি কভু,
শান্তিময় নাম তব বিপদভঞ্জন ॥

হৃদয় কুঠিরে নাথ,
কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
ঘুচে যাক্ হৃদিতম তম-বিনাশন।
বিবেক বৈরাগ্য যোগে,
প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
সতত রহিবে চিত ধ্যানে নিমগন ॥

সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব যোগে,
নিত্য নব কর্ম্ম ভোগে,
ঘাত প্রতিঘাতে যবে বিলোড়িত মন।

রসনা নিয়ত যেন,
করে সদা উচ্চারণ,
"তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ শ্রীমধুসূদন"।

করি নাথ প্রণিপাত,
পূর্ণ কর মনোসাধ,
অন্তিম শয্যায় যবে করিব শয়ন।
গুরুদেব সহ তুমি,
দিয়ে দেখা অন্তর্যামী,
এ ভব বন্ধন মোর করিও মোচন।

প্রার্থনা।

(৩)

কি কব প্রাণের কথা, ওহে জীবনের সখা।
এস হে হৃদয়ে এস, পড়ে দেখ আছে লেখা।
জননী জঠর হতে,
এসেছি যবে জগতে,
সে অবধি নিরবধি হাসি কাঁদি ভ্রান্ত মত।
মায়া ডোরে আর মোরে বাঁধিতেছে অবিরত।১

হাসিমুখে মনসুখে হয়ে আছি নিমগন।
পরক্ষণে ক্ষুণ্নমনে ঝরিতেছে দুনয়ন॥
সুখ দুঃখ সনে খেলা,
এই কি মানব লীলা?
দাও শিক্ষা জ্ঞানময় যাতে হয় জ্ঞানোদয়।
"সকলি তোমারি ইচ্ছা" জানি যেন ইচ্ছাময়॥২

তুমি যা দিয়েছ দেব, তাতে যেন সুখী হই।
আকাশ কুসুম ভেবে মরমে না মরে রই॥
আধেয় আধার তুমি,
করম করম ফল,—
যা করাও তাই করি এনেছ এসেছি ভবে।
দিয়াছ আমিত্ব পদ তুমি এই ক্ষুদ্র জীবে।৩

আমিত্ব তোমারই সত্ব আমি কিন্তু কিছু নই।
ত্রদিনের পরে যেন তোমাতে মিশিত হই॥
দীনবন্ধু দীননাথ,
কর কৃপা জগন্নাথ,
তোমারি করম করি যেন এ জীবন যায়।
অন্তিমে অনাথবন্ধু দেখ প্রভু রাঙা পায়॥৪

মাতৃপদে

প্রার্থনা।

জগত জননী, দুর্গতিহারিণী,
ত্রিলোক তারিণী, ত্রিতাপহরা।
ধরাতে এসেছ, বিপদ নাশিছ,
মানবী হয়েছ তরাতে ধরা।১

নমস্তে জননী, শ্রীপ্রভু গৃহিণী,
হের গো ভবানী, ভবের ধারা,
মোহেতে ভুলিয়ে, বিবেক হারায়ে,
নর পশু হয়ে, পড়েছি মোরা।২

যত অনাচার, তত ব্যভিচার,
নাহিক বিচার, দিনের তরে,
পাপ আচরণ, পাপ আবরণ,
পাপের আগুন, হৃদি মাঝারে।৩

বৃথা দিন দিন, যাইতেছে দিন,
কবে মা সেদিন, আসিবে ভবে
তোমাকে ডাকিব, বেদনা জানাব,
চরণে লুটাব, ভকতিভাবে।৪

পতিতপাবনী, তুমি গো তারিণী,
নাশ মা কল্যাণী, পাপের ভার,
জনে জনে জনে, জ্ঞান ভক্তি দানে,
জাগাও সন্তানে, হতে বিকার।৫

চরণে মিনতি, দাও মা ভকতি,
নাহিক শকতি, কাতর প্রাণ,
দিয়া বরাভয়, ঘুচাও সংশয়,
গাই জয় জয়, তোমারি গান।৬

মাতৃপদে

নিবেদন।

দয়াময়ী দুঃখহরা দুর্গতি নাশিনী
সর্ব্বভূতে সমভাব অমৃত দায়িনী।
নিত্য তব নবলীলা কুলকুণ্ডলিনী
অভয়া অভয় দাও প্রণমি জননী।।১

মন্ত্র তন্ত্র স্তব স্তুতি ভজন পূজন
যাগ যজ্ঞ আরাধনা না জানি কেমন।
নিয়ত বিরত মাগো ও পদ বন্দনে
জঠর জ্বালায় জ্বলে পুড়ি দুঃখাগুণে ।।২

উপায় বিহীন হয়ে পতিতপাবনী
কত দুঃখ করি ভোগ হের মা ভবানী।
অস্থি চর্ম্ম সার তনু চিন্তা রোগাধার
অন্ন হেতু কষাঘাত কত সব আর ।।৩

অধীনতা দাসখৎ লয়ে সদা ঘুরি
সর্ব্বত্র ভিক্ষার হেতু হাহাকার করি।
তথাপি না জোটে অন্ন মলিন বদন
মরমে মরিয়া আছি হারায়ে চেতন ।।৪

মাগো! সিন্ধুতীরে অশ্রুনীরে ব্যথিত হৃদয়ে
স্বদেশ স্বজনগণে স্মরিয়ে স্মরিয়ে,
ব্যাকুলিত মন সদা উধাও পরাণ,
দুঃখের রজনী কিগো হবে অবসান ?৫

হায় মাতঃ! কত দুঃখ আছে গো কপালে,
সে দুঃখের অবসান হবে কত কালে।
বলে দাও মা আমায় ক'রনা বঞ্চনা,
অথবা কটাক্ষপাতে করগো করুণা।৬

ভরসা মা তব পদ না কর নৈরাশ,
কৃপা করে হৃদয়েতে দাওগো আশ্বাস।
অবোধ সন্তান যদি করে কোন দোষ,
স্নেহময়ী জননী কি করে তাহে রোষ ?৭

মহামায়া সর্ব্বময়ী বিপদ নাশিনী,
তুমি মাগো সর্ব্বভূতে ছায়া স্বরূপিনী।
পাপ পুণ্য সুখ মোক্ষ ফল প্রদায়িনী,
নমঃ নমঃ দুঃখহরা শক্তি সনাতনী।৮

দশমহাবিদ্যা তুমি অসুর মর্দ্দিনী,
কৃতান্ত দলনী কালী শঙ্করী শিবানী।
শুভাশুভ করমের তুমি মা কারণ,
কিঙ্করে করুণা-কণা কর বিতরণ।৯

সাক্ষাতে রহেছ ওগো চিণ্ময়ী জননী
করুণা নয়নে চাও বারেক ভবানী।
স্নেহময়ী মাতা তুমি বিদিত ভুবনে
আব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড হের সম দরশনে ॥১০

সাষ্টাঙ্গে প্রণত তব চরণ কমলে
লহ পূজা ভক্তি অর্ঘ্য রাখ পদতলে।
দাও শান্তি শান্তিময়ী শুভদা মোক্ষদা
নারায়ণী নিরাকারা নমস্তে সারদা ॥১১

শ্রী শ্রী মার জন্মোৎসব উপলক্ষে

গীত।

(১)

কে তুমি মা ধরা পরে ধরাতল আলো করে।
যোগাসনে কার ধ্যানে যোগমগ্ন কলেবরে।
কি মাধুরী কি মুরতি শ্রীঅঙ্গে তড়িত জ্যোতিঃ,
দরশনে তম নাশে চতুর্ব্বর্গ পায় নরে।
মহাভাবে মুক্তকেশে, মিশে আছ চিদাকাশে,
দেব দেবীগণ সবে দিবানিশি আছে ঘেরে।
কর পরে কর রাখি, কিবা আধ আধ আঁখি,
দেবতা বাঞ্ছিত পদ জগজন পূজা করে ॥১

(২)

কে গো কল্যাণময়ী জননী!
তব পরশনে পুলকে পূর্ণ ধরণী।
ডালে ডালে পাখী ধরি নব তান,
দিতেছে ঝঙ্কার গাহিতেছে গান,
"স্বাগত স্বাগত" ত্রিতাপ-তাপ নাশিনী।
শস্য ভরা ধরা নাহি হাহাকার,
বসুমতী আজি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,
উথলে আনন্দ হেরে চৈতন্য-রূপিণী।

অতুলন তব কৃপা বরিষণ,
তাই তুমি মাগো দিলে দরশন,
ঢাল কৃপাবারি অভয়া বর-দায়িনী।
লুকায়ে স্বরূপ ব্রাহ্মণ বালিকা,
রয়েছ জননী জগত-পালিকা,
চিনিতে অজ্ঞানে আছে রাঙ্গা পা দু'খানি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও পদে উদ্ভব,
যত অসম্ভব তোমাতে সম্ভব,
মাগো নমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা।

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় দীনবন্ধো দুঃখ-নাশন হে,
সুখ শান্তি দাতা দীন-তারণ হে,
কর সংসার বন্ধন-খণ্ডন হে ॥১

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় বিজয়ী কামিনী-কাঞ্চন হে,
তুমি উজ্জ্বল জ্ঞান-হুতাশন হে,
পরশে ভকতে কর শোধন হে ॥২

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় ভীত-চিত-ভয়-ভঞ্জন হে,
তুমি চিন্ময় নিত্য-নিরঞ্জন হে,
দাও মুক্ত ক'রে হতে বন্ধন হে ॥৩

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় আশ্রিত দুর্ম্মতি হরণ হে,
তুমি দীনেশ দুর্গতি নাশন হে,
কর পতিতে সতত রক্ষণ হে।৪

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় বিশ্বগুরু প্রেম-ভূষণ হে,
তুমি অচ্যুত পরম-শরণ হে,
কর দীনের প্রার্থনা গ্রহণ হে ॥৫

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় অন্তর্য্যামী জীব-পাবন হে,
তুমি প্রেমময় প্রাণ-রমণ হে,
প্রেম বিন্দুদানে কর চেতন হে ॥

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় ভকত-সংশয়-ভঞ্জন হে,
চির বাঞ্ছিত মঙ্গল-নিধান হে,
এস-হৃদয়ে হৃদয় রতনী হে ।৭

জয় রামকৃষ্ণ করি বন্দন হে,
জয় পূজিত নিখিল ভুবন হে,
মম মোহ কর প্রভু মোচন হে,
তব ধ্যানে র'ব সদা মগন হে ॥৮

প্রার্থনা সঙ্গীত।

এস হৃদয় মন্দিরে, দুষ্কৃত-বারণ ভকত হৃদয়-রঞ্জন।
এস ভেদ রোধকারী বিবিধ রূপধারী
বিজিত-কামিনী-কাঞ্চন।
এস ব্রহ্ম সনাতন জ্ঞান-হুতাশন,
দেব পরাৎপর প্রভু নারায়ণ,
শ্রীপদ পরশে কলুষ নাশিয়া রবি সুত ভয় কর ভঞ্জন।
এস অচ্যুত শ্রীধর প্রভু রামকৃষ্ণ,
প্রেমদাতা তুমি জগজন-ইষ্ট,
তুমি অনলে গরলে বিপদে আপদে কর
শান্তিবারি সিঞ্চন।
ওহে বাঞ্ছা কল্পতরু কপাল-মোচন,
তুমি জীবন সর্ব্বস্ব অনাথ তারণ,
এস হৃদয়েতে নাথ প্রাণে পুরে রাখি, হই
প্রেমানন্দে মগন।

শ্রীরামচন্দ্রসঙ্গীত।

জয় জয় রামচন্দ্র কে তুমি হে পুণ্যাধার।
সংসারে সন্ন্যাসী হয়ে আছ তুমি অনিবার।
কামিনী মণি কাঞ্চন,
তাহে না হয়ে মগন,
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ দূর করি ভাবনার।
রামকৃষ্ণনামামৃত করেছ জীবন সার।
গুরু উক্তি বেদধ্বনি,
শুনাতে সারা অবনী,
যোগোদ্যান বিরচিয়া প্রতিষ্ঠিলে সারাৎসার।
(যথা) বারেক পরশে নাশে মোহ মায়া অহঙ্কার।
বাল ব্রহ্মচারী লয়ে
পুলকে পূর্ণিত হয়ে
রামকৃষ্ণ সুধামৃত করিয়া সবে প্রচার।
পলকে খুলিয়া দিলে হৃদয় চৈতন্যদ্বার॥
হয়ে রামকৃষ্ণ সাথি,
এসেছ কে মহারথি?
তোমার তুলনা ভবে দেখিতে না পাই আর।
শ্রীচরণে দিও স্থান প্রণমামি বার বার।

শ্রীবিবেকানন্দসঙ্গীত।

নরদেহ ধরি বল কে তুমি হে বীর বর।
শ্রীঅঙ্গে কিরণ মাখা পলকে প্রলয় কর॥
রামকৃষ্ণ শ্রীচরণে,
ঢেলে দিলে মন প্রাণে
ধরা সরা জ্ঞান করি ভ্রমিলে হে যোগেশ্বর॥
সব শক্তি পদানত,
তাহে নাহি দৃক পাত,
শ্রীগুরুর নাম গানে হইলে চির অমর॥
বেদান্তাদি তন্ত্র গীতা,
তোমারি কথার কথা,
দ্বৈতাদ্বৈত পরপারে থাক তুমি নিরন্তর॥
নারী মাত্রে "ব্রহ্মময়ী,"
শুদ্ধানন্দ রিপুজয়ী,
ভুবন মোহন রূপে ভুবনে প্রেম বিতর॥
এস হে কমল আঁখি,
হৃদয়ে ধরিয়া রাখি,
পরাণ ভরিয়া হেরি নররূপী শ্রীশঙ্কর॥

———

বীরভক্ত

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ।

অনুরাগে ভরা হৃদি কে তুমি নর আকারে।
অনুপম রূপ রাশি শ্রীঅঙ্গে বিজলি ঝরে।
উদার স্বভাব তব,
যেন আশুতোষ শিব,
প্রেমের করুণা কণা বরিষে সহস্র ধারে।
রামকৃষ্ণ পদতলে,
সাধনাদি দিয়ে ঢেলে,
আপনা ভুলে রহিলে গুরুপদ সার করে।
শিখাতে দীনের পূজা,
উড়াতে শান্তির ধ্বজা,
"ইটালী অর্চ্চনালয়" স্থাপিলে আশ্রিত তরে।
রাখিতে পরের প্রাণ,
দিয়া আত্ম বলিদান,
আশ্রিত "নফর" তব রহিল চির গহ্বরে।
তব উক্তি "দেবগীতি,"
সাধকের প্রিয় অতি,
জ্ঞান ভক্তি সমন্বয়ে বাজিতেছে তার স্বরে॥
সাধক প্রেমিক বর,
অশেষ গুণ আকর,
"সেবক সমিতি" আজি বন্দে অবনত শিরে॥

"বীরভক্ত মহাত্মা কালিপদ"

এসেছ কে বল তুমি জন মন ফুল্লকর।
রামকৃষ্ণ অবতারে হয়ে তাঁর সহচর ॥
গুরুপদ হৃদে ধরি,
তাঁহারি করম করি,
সাধিছ কর্ত্তব্য ব্রত নীরবেতে নিরন্তর।
দুনিয়া আপন দেখ কেহ নাহি তব পর ॥
কত নিরাশ্রয় জনে,
করিয়া কৃপা যতনে,
চিরদিন তরে তুমি করিয়াছ দুঃখ দূর।
ধন্য তব দীন সেবা সাধক প্রেমিক বর ॥
হৃদি ভরা শুদ্ধা ভক্তি,
হেরে প্রভু হয়ে প্রীতি,
গঙ্গা বক্ষে তরী মাঝে স্বহস্তেতে গুণাকর।
(তব) জিহ্বাগ্রেতে ইষ্টমন্ত্র লিখিলেন বিশ্বেশ্বর ॥
রামকৃষ্ণ নরহরি
চিনিয়া যতন করি,
সঙ্গীতে আঁকিয়া তাহা দেখায়েছ কবিবর।
অসীম তোমার ভক্তি নমি পদে ভক্তবর ॥

পতিত-পাবন নাম-সংকীর্ত্তন।

পতিত-পাবন নাম-সংকীর্ত্তন করিবার সময় মূল গায়ক প্রথমার্দ্ধ আঁকরগুলি আবৃত্তি করিবেন, অন্যান্য সকলে সমস্বরে শেষার্দ্ধ চরণ "রামকৃষ্ণ" উচ্চারণ করিলেই পতিত-পাবন নাম-সংকীর্ত্তন করা হইবে। ইহাতে বাদ্য যন্ত্রের অথবা সুকণ্ঠের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় ভক্তির অর্থাৎ ভাব মুখে ভক্তির সহিত তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন সহ তাঁকে ডাকাই "পতিত-পাবন নাম-সংকীর্ত্তন"।

পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ
জয় জয়	রামকৃষ্ণ
কে রাম	রামকৃষ্ণ
কে কৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ
একাধারে	রামকৃষ্ণ
নব-অবতার	রামকৃষ্ণ
দ্বাদশ-অবতার	রামকৃষ্ণ
যুগ-অবতার	রামকৃষ্ণ
পূর্ণ-অবতার	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ ॥

দেখ্‌না-চেয়ে	রামকৃষ্ণ
এসেছেন ঐ	রামকৃষ্ণ
শিশুরূপে	রামকৃষ্ণ
কামার-পুকুরে	রামকৃষ্ণ
ব্রাহ্মণ-বালক	রামকৃষ্ণ
গদাধর-নামে	রামকৃষ্ণ
খুদিরাম ভবনে	রামকৃষ্ণ
চন্দ্রমণি কোলে	রামকৃষ্ণ
ধনীর জীবন	রামকৃষ্ণ
গঙ্গা-বিষ্ণুমিতে	রামকৃষ্ণ
বাল্য লীলা রত	রামকৃষ্ণ
হনুমান-বন্দিত	রামকৃষ্ণ
সাধুগণ-বেষ্টিত	রামকৃষ্ণ
সাধু সঙ্গে	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ।
দয়ার-অবতার	রামকৃষ্ণ
দয়ার-সাগর	রামকৃষ্ণ
প্রেমের-অবতার	রামকৃষ্ণ
পূর্ণব্রহ্ম	রামকৃষ্ণ
গুরুরূপে	রামকৃষ্ণ
মহাগুরু	রামকৃষ্ণ
গুরুর-গুরু	রামকৃষ্ণ

পরম গুরু	রামকৃষ্ণ
বিশ্বগুরু	রামকৃষ্ণ
মুক্তি দাতা	রামকৃষ্ণ
প্রেম দাতা	রামকৃষ্ণ
জ্ঞান দাতা	রামকৃষ্ণ
ভক্তি দাতা	রামকৃষ্ণ
মোক্ষ দাতা	রামকৃষ্ণ
সিদ্ধি দাতা	রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ ॥
নিত্য-নিরঞ্জন	রামকৃষ্ণ
সত্য-সনাতন	রামকৃষ্ণ
ভব-ভয়-ভঞ্জন	রামকৃষ্ণ
অনাথ-শরণ	রামকৃষ্ণ
জিত-কামিনী কাঞ্চন	রামকৃষ্ণ
দুষ্কৃতি-বারণ	রামকৃষ্ণ
ভক্ত-বিনোদন	রামকৃষ্ণ
বিশ্ব-বিমোহন	রামকৃষ্ণ
বুদ্ধরূপে	রামকৃষ্ণ
খৃষ্টরূপে	রামকৃষ্ণ
মহম্মদরূপে	রামকৃষ্ণ
নদের-গোরা	রামকৃষ্ণ

জীব-দয়াবান রামকৃষ্ণ
সর্ব্ব-সমজ্ঞান রামকৃষ্ণ
সর্ব্বত্যাগী রামকৃষ্ণ
মহাযোগী রামকৃষ্ণ
বিঘ্ননাশক রামকৃষ্ণ
ধর্ম্মস্থাপক রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ।
কল্পতরু রামকৃষ্ণ
কৃপাসিন্ধু রামকৃষ্ণ
দীনের-বন্ধু রামকৃষ্ণ
ইষ্টরূপে রামকৃষ্ণ
পাপহারী রামকৃষ্ণ
ত্রাসহারী রামকৃষ্ণ
ভেদ-রোধকারী রামকৃষ্ণ
নররূপধারী রামকৃষ্ণ
ভবাব্ধি-ভেলক রামকৃষ্ণ
জগত-পালক রামকৃষ্ণ
কলুষ-নাশক রামকৃষ্ণ
দেশ-বিদেশে রামকৃষ্ণ
ঘরে-ঘরে রামকৃষ্ণ
প্রেম-বিলাতে রামকৃষ্ণ

এসেছে-রে	রামকৃষ্ণ
বলনা রে ভাই	রামকৃষ্ণ
কেঁদে বল,	রামকৃষ্ণ
জোরে-বল	রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ ॥
ডাকে-জগজনে	রামকৃষ্ণ
শয়নে-স্বপনে	রামকৃষ্ণ
প্রাণারাম	রামকৃষ্ণ
বাঞ্ছারাম	রামকৃষ্ণ
ভুবন-মঙ্গল	রামকৃষ্ণ
টলায়-অটল	রামকৃষ্ণ
সদা-জ্যোতির্ম্ময়	রামকৃষ্ণ
চিদানন্দময়	রামকৃষ্ণ
জগমনোলোভা	রামকৃষ্ণ
শুদ্ধা-ভক্তি-দাতা	রামকৃষ্ণ
ভক্ত-পিতা-মাতা	রামকৃষ্ণ
জীবের জীবন	রামকৃষ্ণ
লীলা-অভিনয়ে	রামকৃষ্ণ
পুরুষ নিরঞ্জন	রামকৃষ্ণ
কপাল-মোচন	রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ।
দেব-দেব	রামকৃষ্ণ
মহাদেব	রামকৃষ্ণ
বিশ্বনাথ	রামকৃষ্ণ
জগন্নাথ	রামকৃষ্ণ
কাশীশ্বর	রামকৃষ্ণ
বৃন্দাবনচন্দ্র	রামকৃষ্ণ
ব্রহ্মলোকে	রামকৃষ্ণ
গোলক-ধামে	রামকৃষ্ণ
কৈলাসেতে	রামকৃষ্ণ
ধ্রুবলোকে	রামকৃষ্ণ
সপ্তর্ষি-মণ্ডলে	রামকৃষ্ণ
সূর্য্যলোকে	রামকৃষ্ণ
চন্দ্রলোকে	রামকৃষ্ণ
জগতজুড়ে	রামকৃষ্ণ
কামার-পুকুরে	রামকৃষ্ণ
জয়রাম বাটীতে	রামকৃষ্ণ
দক্ষিণ সহরে	রামকৃষ্ণ
পঞ্চবটী তলে	রামকৃষ্ণ
বিল্ব-তরুমূলে	রামকৃষ্ণ
জগমাতা-মন্দিরে	রামকৃষ্ণ
সাধকরূপে	রামকৃষ্ণ

ধ্যানে-নিমগন রামকৃষ্ণ
মথুর পূজিত রামকৃষ্ণ
রাসমণি-আরাধিত রামকৃষ্ণ
হৃদয়-সেবিত রামকৃষ্ণ
ব্রাহ্মণী-প্রচারিত রামকৃষ্ণ
সমাধি-মগ্ন রামকৃষ্ণ
গৌরী পণ্ডিত বিজিত রামকৃষ্ণ
বৈষ্ণবচরণ দর্পহারী রামকৃষ্ণ
তোতাপুরী দীক্ষিত রামকৃষ্ণ
ষোড়শী-পূজারত রামকৃষ্ণ
রামলাল-সেবিত রামকৃষ্ণ
লক্ষ্মী-দেবী-আরাধিত রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ।
তীর্থ দরশন রত রামকৃষ্ণ
কাশী-মহাতীর্থে রামকৃষ্ণ
ত্রৈলঙ্গ-পুণ্যাশ্রমে রামকৃষ্ণ
বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে রামকৃষ্ণ
প্রয়াগ-পুণ্যক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ
বৈদান্তিক-মুগ্ধকারী রামকৃষ্ণ
বৃন্দাবনধামে রামকৃষ্ণ
কুঞ্জে-কুঞ্জে রামকৃষ্ণ
যমুনা-পুলিনে রামকৃষ্ণ

পুনরাভিনয়ে	রামকৃষ্ণ
প্রেমে গদ্‌গদ্‌	রামকৃষ্ণ
গঙ্গামাতা-দুলালী	রামকৃষ্ণ
রাধারূপ ধরে	রামকৃষ্ণ
রাধাভাবে মত্ত	রামকৃষ্ণ
বৃন্দাবন-প্রেমে-টলমল	রামকৃষ্ণ
কভু-রাধা কভু-কৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ
একাধারে	রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ।
ব্রহ্মসমাজে	রামকৃষ্ণ
কেশবাদি-বন্দিত	রামকৃষ্ণ
বিজয়াদি-বেষ্টিত	রামকৃষ্ণ
বলরাম-বন্দিত	রামকৃষ্ণ
বিদ্যাসাগর-ভবনে	রামকৃষ্ণ
অধর-গৃহাগত	রামকৃষ্ণ
শ্রীগৌরাঙ্গ-আসনে-উপবিষ্ট	রামকৃষ্ণ
সিওড় মহা-সংকীর্ত্তনে	রামকৃষ্ণ
পাণিহাটী-মহোৎসবে	রামকৃষ্ণ
মাহেশ-রথ-উৎসবে	রামকৃষ্ণ
উৎসবে-উৎসবে	রামকৃষ্ণ
অন্তরঙ্গসহ	রামকৃষ্ণ

রামচন্দ্র-জীবন-সর্ব্বস্ব রামকৃষ্ণ
নরেন্দ্র-পূজিত রামকৃষ্ণ
রাখাল-হৃদিরঞ্জন রামকৃষ্ণ
শশী-সেবারত রামকৃষ্ণ
শরৎ-ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণ
যোগিন্দ্র-আকিঞ্চন রামকৃষ্ণ
নিত্য-নিরঞ্জন-অঞ্জন রামকৃষ্ণ
বাবুরাম-প্রেমাধীন রামকৃষ্ণ
লাটু-প্রাণারাম রামকৃষ্ণ
তারক-প্রার্থিত রামকৃষ্ণ
শ্রীগোপাল-বাঞ্ছিত রামকৃষ্ণ
কালী-আরাধিত রামকৃষ্ণ
গিরিশ-বকলমাগ্রাহী রামকৃষ্ণ
অক্ষয়-অভয়দাতা রামকৃষ্ণ
মহেন্দ্র-সন্দেহহারী রামকৃষ্ণ
দুর্গাচরণ-ইষ্ট রামকৃষ্ণ
মনমোহন-সর্ব্বস্ব রামকৃষ্ণ
কালীর-কল্পতরু রামকৃষ্ণ
দেবেন্দ্র-বল্লভ রামকৃষ্ণ
নবগোপাল-পূজাগ্রাহী রামকৃষ্ণ
সুরেন্দ্র-বিমোহিত রামকৃষ্ণ
পূর্ণ প্রাণ-বিমোহন রামকৃষ্ণ

নীলকণ্ঠ-বন্দিত	রামকৃষ্ণ
ডাক্তার মহেন্দ্র-বিমুগ্ধ	রামকৃষ্ণ
পতিত-পাবন	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ ॥
মহাশক্তি	রামকৃষ্ণ
শক্তি-স্বরূপিণী	রামকৃষ্ণ
কালীরূপে	রামকৃষ্ণ
বহুরূপে	রামকৃষ্ণ
মাতৃরূপে	রামকৃষ্ণ
অভয়দাতা	রামকৃষ্ণ
পরমদয়াল	রামকৃষ্ণ
প্রাণের-প্রাণ	রামকৃষ্ণ
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে	রামকৃষ্ণ
সুখে-দুখে	রামকৃষ্ণ
আহারে-বিহারে	রামকৃষ্ণ
শয়নে-স্বপনে	রামকৃষ্ণ
চির-বাঞ্ছিত	রামকৃষ্ণ
জগতবন্দন	রামকৃষ্ণ
হৃদয়ে-হৃদয়ে	রামকৃষ্ণ
রাজ-রাজেশ্বর	রামকৃষ্ণ
বিশ্বপরকাশ	রামকৃষ্ণ
সঙ্কট-মোচন	রামকৃষ্ণ

অনাদি-অনন্ত	রামকৃষ্ণ
নিরাশ্রয়ের-অবলম্বন	রামকৃষ্ণ
দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন	রামকৃষ্ণ
যোগউদ্যানে	রামকৃষ্ণ
বেলুড়মঠ-মন্দিরে	রামকৃষ্ণ
রামের ঠাকুর	রামকৃষ্ণ
দীনের ঠাকুর	রামকৃষ্ণ
তোমার ঠাকুর	রামকৃষ্ণ
আমার ঠাকুর	রামকৃষ্ণ
সবার ঠাকুর	রামকৃষ্ণ
বল বল	রামকৃষ্ণ
গাও-নাম	রামকৃষ্ণ
স্মর-নাম	রামকৃষ্ণ
জপরে ভাই	রামকৃষ্ণ
মেতে বলো	রামকৃষ্ণ
বললে পরে	রামকৃষ্ণ
শান্তি দিবেন	রামকৃষ্ণ
ভক্তি দিবেন	রামকৃষ্ণ
জ্ঞান দিবেন	রামকৃষ্ণ
লাভ হবে	রামকৃষ্ণ
কল্পবৃক্ষ	রামকৃষ্ণ
জ্ঞানাতীত	রামকৃষ্ণ

ব্রহ্মশক্তি	রামকৃষ্ণ
হৃদয়মাঝে	রামকৃষ্ণ
বিপদভঞ্জন	রামকৃষ্ণ
মন-বিমোহন	রামকৃষ্ণ
অকূল-পাথারে	রামকৃষ্ণ
বিপদ-সাগরে	রামকৃষ্ণ
জীবনে-মরণে	রামকৃষ্ণ
পর্ব্বতে-পাথারে	রামকৃষ্ণ
পথে-ঘাটে	রামকৃষ্ণ
অগতির-গতি	রামকৃষ্ণ
ইষ্টরূপধারী	রামকৃষ্ণ
স্বয়ং ইষ্ট	রামকৃষ্ণ
পতিতপাবন	রামকৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ	রামকৃষ্ণ

জয় রামকৃষ্ণ।

"শারদোৎসব"

দ—য়ে দৈত্যনাশ তুমি কর মা জননী।
উ—কারেতে বাধা-বিঘ্ন না রাখ তারিণী।
র—য়ে রোগ নষ্ট কর পরমাপ্রকৃতি।
গ—অক্ষরে সর্ব্বপাপ হর মা পার্ব্বতি॥
আ—কারেতে ভয় শত্রু বিনাশ ভবানী।
নমস্তে শ্রীদুর্গারূপ কৈবল্য দায়িনি।

*   *   *

এসগো মা ব্রহ্মময়ী অন্নদা-ভবনী,
অন্নপূর্ণা সুরেশ্বরী অভয়-দায়িনী,
দক্ষিণেতে কমলিনী,
বামে মাতা বীণাপাণি,
কার্ত্তিক গণেশ সহ পতিত-পাবনী,
সন্তানে অভয় দিতে এসগো জননী॥

নিবেদন

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আনন্দ সবার,
শোক অশ্রু দারিদ্রতা কিছু নাই আর;
কি এক আলোক আসি,
হৃদয় মাঝারে পশি,
দূর করি দিল ঘন হৃদয় আঁধার।
পুলকে অমৃত হ্রদে দিতেছি সাঁতার।১

অন্ধ খঞ্জ পাপী তাপী বধির ভিখারী,
চির রোগী সেও মুছে নয়নের বারি;
তব আশা পথ চেয়ে,
আনন্দে ব্যাকুল হ'য়ে,
আয়োজনে ব্যস্ত সদা দিবা বিভাবরী;
আনন্দে বাজিছে কানে আনন্দ-লহরী ॥২

ভীষণ বন্যায় বঙ্গ হ'য়েছে শ্মশান,
পতিহারা সতী কত ঝরিছে বয়ান;
কত শিশু মাতৃহারা,
কত মাতা পুত্রহারা,
গৃহস্বামী সর্ব্বশান্ত কণ্ঠাগত প্রাণ;
(তবু) তব নাম ক্ষীণ কণ্ঠে করিতেছে গান ॥৩

বরাভয় প্রদায়িনী নগেন্দ্র-নন্দিনী,
জীব দুঃখ নাশ হেতু মঙ্গল-রূপিণী,
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ তরে,
স্বরাট মূরতি ধরে,
দশ বাহু সমন্বিতা সৌন্দর্য্য-শালিনী;
বিরাজিতা মহাশক্তি বিশ্ব-প্রসবিনী ॥৪

এলে যদি মা আমার যেওনাকো আর,
পাপে তাপে অনাহারে পুড়ে বার বার;

দেখগো দেশের দশা,
নাই গো দশের আশা,
দেবতা বিমুখ মাগো করি হাহাকার ;
তুমি না করিলে দয়া নাই প্রতিকার ॥৫

তাই মাগো—
কর্ম্মাকর্ম্ম হিতাহিত না করি বিচার,
জলপথ স্থলপথ বিজন কান্তার ;
হইয়া পাগল পারা,
দিবা নিশি ঘুরি মোরা,
ঘুচে না সে মহা দুঃখ অনন্ত অপার ;
অন্ন বিনা দেশ ত্যাগি তবু হাহাকার ॥৬

সকলিত জান তুমি শঙ্করী সর্ব্বাণী,
সৃজন পালন তুমি প্রলয়-কারিণী ;
কায়া সহ ছায়া যথা,
তুমি বিশ্ব সহ তথা,
অনুতে অনুতে গাঁথা রয়েছ তেমনি ;
একা তুমি মহাশক্তি ত্রিলোক-ব্যাপিনী ॥৭

দুঃখহরা মা আমার ভিখারী সন্তানে,
যেওনা অকূলে ফেলে সংসার শ্মশানে ;
"লাল লাঠি রাঙ্গা ফলে"
ভুলে থাকি মায়াজালে,

ধীরে ধীরে দগ্ধ হই পুড়ি মনাগুনে ;
প্রাণের সে ব্যাকুলতা বলিব কেমনে ॥৮

নত জানু যুক্ত করে করি নিবেদন,
শুদ্ধা-ভক্তি দিয়া মাগো কর সচেতন ;
লোভে অন্ধ মূঢ়মতি,
(যেন) করে গো সুপথে গতি,
অনন্ত দুঃখেতে কভু ভুলে না কখন ;
তোমার অভয় পদ করিতে স্মরণ ॥৯

ভক্তি স্তুতি আরাধনা না জানি কেমন,
কুকর্ম্ম কুসঙ্গ ল'য়ে কাটে মা জীবন ;
বিষাদে প্রবাসে থাকি,
বিপদে তোমায় ডাকি,
দিও দেখা দয়াময়ী করিলে স্মরণ ;
পুত্র বলি অপরাধ না ক'র গ্রহণ ॥১০

আর মাতঃ—

বিজয়ার সম্ভাষণ প্রীতির বন্ধন,
পরস্পরে মুগ্ধ হ'য়ে একত্রে মিলন ॥
এ শুভ মাহেন্দ্র যোগ,
নিত্য যেন হয় ভোগ,
এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থী প্রণত সন্তান ;
(আর) দুর্গা নাম দিবা নিশি করি যেন পান ॥১১

রেঙ্গুন, সন ১৩২০ সাল।

বিজয়োৎসব।

"বিজয়ার সম্ভাষণ"—অপূর্ব্ব মিলন।
কি মহান বিশ্বভরা প্রেম আলিঙ্গন॥
এই প্রেম ভক্তি প্রীতি সবার অন্তরে।
রেখ মা আনন্দময়ী চিরদিন তরে॥

হৃদয় দুর্ব্বল মাতঃ জ্ঞান ভক্তি হীন,
রোগে শোকে জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে নিশিদিন।
বাহুতে নাহিক শক্তি চিন্তা মগ্ন সদা,
কেমনে তোমায় ডাকি বল মা শারদা?

যুক্ত করে উর্দ্ধনেত্রে করি মা প্রার্থনা,
জ্ঞান ভক্তি শক্তি হৃদে করি সংযোজনা,
আজি এই মহোৎসবে আনন্দের দিনে,
তব কর্ম্মে কর দীক্ষা কৃপাবিন্দু দানে।

॥ আজি—

সুদূর প্রবাস মাঝে বিজয়ার অস্ত সাঁঝে
ফুটে উঠি স্বদেশের পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি।
ঝরে অশ্রু অনিবার হৃদয় যাতনাগার,
ক্ষুদ্র প্রাণ করে মাগো! হাকুলি বিকুলি॥

এরূপেতে কত আর সহিব যাতনা তার,
বল মা কল্যাণময়ী! প্রণত দাসেরে
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,
(তাই কি মা পাঠায়েছ?) উত্তাল তরঙ্গপূর্ণ সাগরের
পারে।

আর

বিপদে সম্পদে রেখ মা শ্রীপদে,
এই মা প্রাণের কথা।
শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে,
গাই যেন তব গাথা॥
স্ববাসে স্বদেশে অথবা প্রবাসে,
যখন যেখানে থাকি।
দুর্গতি-নাশিনি পতিত-পাবনি।
(যেন) দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি।

তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হোক তুমি মা জগৎ জননি
বিনাশ ভ্রান্তি দাও মা শান্তি দুর্গা দুর্গতি-নাশিনি

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোস্তুতে।

রেঙ্গুন সন ১৩১৮ সাল।

"শারদোৎসব।"

মাতৃ-পদে প্রার্থনা ও নিবেদন।

নমস্তে ভুবনেশানি নমস্তে প্রণবাত্মকে।
সর্ব্ব-বেদান্ত সংসিদ্ধে নমো হ্রীঁকারমূর্ত্তয়ে॥

(১)

এস মা করুণাময়ী জগত জননি!
ক'রনা বঞ্চনা আর,
দয়াময়ী মা আমার,
দশভূজা মূর্ত্তি ধরি এস ভবরাণি!
ক'রেছি চরণে দোষ,
তাই কি মা ক'রে রোষ,
অভাগা সন্তান প্রতি বাম ত্রিলোচনী!
ছেলে যদি হয় দুষ্ট,
মাতা না করিলে তুষ্ট,
কে তোষে সন্তানে তবে আনন্দ দায়িনী।
ধূলো কাদা মাখা ছেলে,
আদরে মা তুলে কোলে,
আঁচলে মুছায়ে যত্নে দেখে মুখখানি।

মায়ের এ প্রীতি স্নেহ,
মা বিনা না বুঝে কেহ,
তুমি যে জগত মাতা মঙ্গল দায়িনী !
হয় যদি দুষ্ট ছেলে,
দিবে মা কোথায় ফেলে ?
প্রীতি নেত্রে না হেরিয়ে দুর্গতি নাশিনী,
মা হ'য়ে মায়ের রীতি ছেড়োনা জননী।

(২)

এস মা আনন্দময়ী হইয়ে সদয়।
তব কৃপা দৃষ্টি বিনা,
অর্দ্ধবঙ্গ বারি হীনা,
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে জীবন সংশয়।
(আবার). অতি বৃষ্টি প্লাবনেতে,
পূর্ব্ববঙ্গ ভাসে স্রোতে,
সিন্ধুসম হয় দৃষ্টি সব জলময়।
কত শত মৃতকায়,
বন্যাজলে ভেসে যায়,
হইতেছে সমভূমি সাধের আলয়।
দুর্ভিক্ষ মড়ক পুন,
ক্রমে করি আগমন,
অনাথ আশ্রয় হীনে করিতেছে ক্ষয়।

চারিদিকে হাহাকার,
কে লয় সংবাদ কার,
কোথা যাই ভেবে তাই পেয়েছি মা ভয়।
দুঃখে ভয়ে ভরা বুক,
মলিনতা মাখা মুখ,
শক্তিহীন জড়সড় নিরানন্দময় ;
এস মা হের মা শিবে হয়োনা নিদয়।

(৩)

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে এস নারায়ণি !
ত্রাসিত সন্তানগণে,
দিবে দেখা ত্রিনয়নে,
অভয়া অভয় দাও পতিত পাবনি !
আমাদের কর্ম্মফলে,
দেশপূর্ণ অমঙ্গলে
হিংসা স্বার্থে আত্মহারা হইয়ে তারিণি !
করি কত মহাপাপ,
ফল তার মনস্তাপ,
আসিয়াছে তমোময় দুঃখের রজনী।
তব কৃপা বিনা আর,
নাহি হয় প্রতিকার,
করুণায় শুভদৃষ্টি কর গো জননি !

এ ধরা পবিত্র হবে,
পাপ তাপ দূরে যাবে,
অনন্ত আনন্দময়ী হবে মা ধরণী
নতুবা মোহের ঘোর,
কভু না হইবে ভোর,
জন্মজন্মান্তরে রবে হাহাকার ধ্বনি ;
শোক তাপ অনাহারে কাঁদিবে অবনী।

(৪)

এস ব্রহ্ম সনাতনী দুর্গারূপ ধরে।
বড় সাধ দশভুজা,
শরতে করিব পূজা,
বাজিবে মঙ্গলবাদ্য সুমধুর স্বরে।
দেখিতে মা তব মূর্ত্তি.
প্রাণভরা লয়ে স্ফূর্ত্তি,
ভাই বোন মাতা পিতা আসিবে সাদরে।
কোলাকুলি ঢলাঢলি,
করিবে সকলে মিলি,
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দিবে ভক্তিভরে।
(মা) সে সাধ বিষাদ এবে,
সে আনন্দ নাহি হবে,
অনন্ত শ্মশান বঙ্গ হয়েছে এবারে।

• • •

পূজা বাড়ী অন্ধকার,
পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরি তার,
হাহুতাশ দীর্ঘশ্বাসে ডাকি মা কাতরে।
অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী,
ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী,
নাহি কিছু আয়োজন পূজা করিবারে।
প্রতিমা হয়নি গড়া,
বাজেনা দামামা কাড়া,
নিরব নিস্তব্ধ হেরে নেত্রে জল ঝরে ;
এস মা এস মা দুর্গে রাখি প্রাণে পুরে।
প্রেমের প্রসূন সহ ভকতি চন্দন ,
তব পদপদ্মে মাগো করি সমর্পণ।
ভুলে যাই সুখ দুঃখ কাতর ক্রন্দন ;
মুছে ফেলি প্রবাসের যাতনা ভীষণ।
তোমাময় হেরি সব পুলক অন্তরে ;
দুর্গা নামে হই মত্ত চিরদিন তরে।

রেঙ্গুন, ১৩২২।

শ্রীশ্রীঠাকুরভাবমুখে যে গীতগুলি গান
করিতেন তাহার কয়েকটীমাত্র
নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১)

দুর্গা দুর্গা ব'লে, মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী।
আমি নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,—
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক,
ব্রহ্মপদ নিতে পারি।

(২)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মাকে) তুমি দেখ মন আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে॥
(মাঝেমাঝে)
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
জ্ঞানেরে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।

(৩)

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশির শিখায় বেঁধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে
শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি।
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি॥
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে, যাত্রা করে বসে আছি॥

(৪)

নামেরই ভরসা কেবল কালী গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশা কুশি,
দেঁতোর হাসি লোকাচার।
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে র'টে,
আমি তো সেই জোটের মুটে হ'য়েছি আর হব কার॥
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
নিতান্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার।

(৫)

গয়া গঙ্গা প্রভাস আদি, কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী ব'লে, অজপা যদি ফুরায়।

ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী. পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা যাঁর সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহি পায়॥
কালী নামে কত গুণ, কেবা জান্তে পারে তাঁয়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা বলি, আর কিছু না মনে লয়।
মদনের জপ যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়।

(৬)

ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়,
মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়া জালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

(৭)

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥
বিল ক'রে ঘুঁনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।
গুটীপোকায় গুটী করে পালালেও পালাতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী, আপনার ন্যালে আপনি মরে।

(৮)

কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুবারি ॥
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর;
কভু হও নর-হর, রণস্থলে দিগম্বরী ॥
তব মায়ায় বদ্ধ বলী, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাগপুরী ॥
জয় বলে রামারাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি ॥

(৯)

ঘরে যাবই না গো।
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়;—
যেতে হয় তোরাই যা, গিয়ে ব'লবি,
যার রাধা তার সঙ্গে গেল।
তোদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নীলকান্তমণি।
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই।
যদি চাই মেঘ পানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে।
যদি পরি নীলবসন, বলে ঐ কৃষ্ণের উদ্দীপন।
যখন থাকি রন্ধনশালে, কৃষ্ণরূপ মনে হ'লে,
আমি কাঁদি সখি ধূঁয়ার ছলে ॥

(১০)

রাম কো যো চিনা হ্যায় নাহি চিনা হ্যায় সে কেয়া রে?
অত্তির বিথম রস চাকা হ্যায় সে কেয়া রে।
ওহি রাম দশরথ কি বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা
ওহি রাম জগৎ পসেরা, ওহি রাম সব সে নেহারা।

(১১)

রাধে গোবিন্দ বল।
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীরাধে গোবিন্দ বল।
রাধে রাধে রাধে বল, নাম ব'লতে ব'লতে
প্রাণ গেলেও ভাল, থাকলেও ভাল।
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জ্বালা।
রাধা নাম সুধানিধি, পান কর নিরবধি।
রাধা রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে।
রাধা নাম বল সদা, যাবে তোর ভবের ক্ষুধা।

(১২)

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
তার হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।
মনে করি ডুবে তলিয়ে রই,
গোর চাঁদের প্রেম কুমীরে গিলেচে গো সই।
এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে,
হাত ধ'রে টেনে তোলায়।

(১৩)

হরি সে লাগি রহ রে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।
অঙ্কাতারে বঙ্কাতারে, তারে সুজন কশাই
সুগা পড়ায়কে গণিকাতারে তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা বেনিয়া বয়েল চরাই;
এক বাতাসে ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ খবর না পাই।
আর্‌সি ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই;
সেবা বন্দি আওর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম্।

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।২
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতঃ।
গুরো পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫

ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥৬

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৭

গুরুদেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরোনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮

ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
ন গুরোরধিকম্
শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥৯

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মদাত্মাঃ সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১০

শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরংব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥১১

ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবল জ্ঞান-মূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥১২

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্য বোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্মং নমাম্যহম্ ॥১৩

সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১৪

অজ্ঞানতিমিরে যস্তু জ্ঞানালোকঃ প্রদীপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১৫

ত্বং হি বিষ্ণু বিরিঞ্চি ত্বং ত্বঞ্চ দেবো মহেশ্বরঃ।
ত্বঞ্চৈব শক্তিরূপোঽসি নির্গুণ ত্বং সনাতনঃ ॥১৬

ত্বাং স্তোতুম কোঽত্র শক্তঃ স্যাদ্বাবাতীতমনাময়ম্।
ভগবান সর্ব্বভূতাত্মন্ রামকৃষ্ণ নমোঽস্তুতে ॥১৭

নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈঃ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা
নমামঃ ॥১৮

তত্ত্বমঞ্জরী, বৈশাখ সন ১৩১৮ সাল।

রামকৃষ্ণ সঙ্গীত।*

(১)

এক তুমি হে ভব ভয়হারী, সৃজন পালন প্রলয়কারী।
যে ধনুর্ধারী তুমি সে মুরারী, গোকুলবিহারী প্রেম প্রহরী।
তুমি উমা রমা ব্রহ্মময়ী শ্যামা,
ব্রজেশ্বরী তুমি কিশোরী,

* কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যান হইতে সেবক মণ্ডলী কর্তৃক রচিত।

ত্রিতাপ হারিণী শমন বারিণী তুমি মা জগত জননী:—
প্রাণের বেদনা, তুমিকি বোঝনা, ভুলনা ভুলনা শ্রীহরি—
ভরসা তব ও চরণ তরী,
মোরা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ নাম ভিখারী ॥

(২)

কল্পতরু সঙ্গীত।

প্রেমময় হরি, জীবে কৃপা করি, ধরাধামে হের এসেছে।
পাপী তাপী জনে, যে আছে যেখানে, করুণ বচনে
ডাকিছে ॥

কল্পতরু হ'য়ে দেখরে দাঁড়ায়ে,
ছল ছল আঁখি চায়।
বাহু প্রসারিত, কে আছ পতিত,
জুড়াও তাপিত কায় ॥
দিন যায় বয়ে, সরল হৃদয়ে,
প্রাণ মন পদে সঁপনা।
কত দিন আর স'বে দুঃখ ভার,
রামকৃষ্ণ সাধে বল না।
(হের) দীন হীন জন, নাহিক সাধন,
কৃপা বারি সবে লভিছে ॥

(৬)

দুঃখ তমোরাশি, গিয়েছেরে মিশি,
রামকৃষ্ণনাম তপন কিরণে।
আয় সবে মিলি, রামকৃষ্ণ বলি,
মনোসাধে খেলি প্রকৃতি বিপিনে॥
লতিকার কোলে ফুলবালা দোলে,
এস তুলি মোরা সে কুসুম সনে।
বিপিন মাঝারে, ধরি পিকবরে,
দাও নাম সুধা ঢালি তা'র প্রাণে।
অটবী উপরি, পুলকেতে পুরি,
গাইবে সে নাম ললিত পঞ্চমে।
কোকিলের ধ্বনি, রামকৃষ্ণ ধ্বনি,
মাতাবে ভুবন রামকৃষ্ণ প্রেমে॥
ধরি চাতকেরে, শিখাইয়া দেরে,
রামকৃষ্ণ নাম কহি কানে কানে।
সুনীল অম্বরে, গাবে উচ্চৈঃস্বরে,
রামকৃষ্ণ নাম আপনার মনে,
নবীন নীরদে, লিখেদে লিখেদে,
রামকৃষ্ণ নাম চপলা অক্ষরে।
দামিনী চকিলে হেরিব সকলে,
রামকৃষ্ণ নাম প্রফুল্ল অন্তরে।
চল বাতভরে, গগন উপরে,
বিতরিগে নাম তারকা মাঝারে।

আঁক সুধাকরে, সুধার উপরে,
রামকৃষ্ণ ছবি সুধা যাহে ক্ষরে।
শুক্ল তিথি সাঁঝে, রামকৃষ্ণ সাজে
উঠিবে চন্দ্রমা গগণ মাঝারে।
শশধর কোলে রামকৃষ্ণ খেলে,
হেরিয়ে মাতিবে সবে চরাচরে।
জীবের হৃদয়ে, ভক্তি তুলি দিয়ে,
মদনমোহনে লিখ সযতনে।
রামকৃষ্ণ বলি, দিয়ে করতালি,
এস সবে নাচি মাতোয়ারা প্রাণে॥

(৪)

তব পদে মন সাধে সঁপিনু জীবন।
যথা ইচ্ছা কর প্রভু অনাথশরণ।
হয়েছি হে দিশেহারা, না দেখি কূল কিনারা,
এ ভব জলধি ধারা বুঝিতে অজ্ঞান;—
হিতাহিত জ্ঞান হীন মূঢ়মতি অতি দীন,
কুপথে সতত চিত করেছে গমন।
কি করিব কোথা যাব, কাহার শরণ ল'ব,
কেবা আর আছে বল তোমার সমান;—
মন মত্ত করী প্রায়, যথা ইচ্ছা তথা ধায়,
কভু নাহি শুনে হায় বিনয় বারণ

প্রাণ যাহা নাহি চায়, মন তা করিতে যায়,
ঘটে দায় তাই নাথ জ্বলি অনুক্ষণ ;
দয়াময় তোমা বিনে, কেহ নাই ত্রিভুবনে,
দয়াঘণ রূপধরি দাও দরশন।

(৫)

নাম নিতে যে মন সরে না তাই ভবে দিয়েছ জ্বালা।
বিনা জ্বালা, হরিবলা, বল্‌বেনা মন এতই ভোলা।
সুখ সাগরে দিয়ে সাঁতার, বোঝেনা মন আপন
কে তার,
হ'লে বিপদ, তবেই ওপদ, ক্ষণের তরে সার ;
বিপদ ফুরায় ফিরে না চায়, খেল্‌তে সে ধায় সাধের
খেলা।
সংসার মাঝারে থাকি, হ'লে বিপদ তবেই ডাকি,
যে বোঝে এ মনের ফাঁকি, রয়না তার আর মনের
মলা ;—
প্রাণ সঁপে সে অভয়পদে দিবানিশি রয় বিভোলা॥

(৬)

ভুলিসনে ভুলিসনে ওমা আমি যে তোর অবোধ ছেলে।
আমি যদি থাকি ভুলে কোলে নিস্ মা ছেলে ব'লে॥
যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না মনে বারেক ডাকি,
দয়াময়ী দিসনে ফাঁকি, ভুলিসনে মা দিন ফুরালে॥

খেলাঘরের ধূলোখেলা, যত খেলি ততই জ্বালা,
ডাকি তোরে বিপদ বেলা চরণ দিস মা চরমকালে॥

(৭)

পায় যদি প্রাণ উধাও হয়ে ধায়।
চায়না কারে, শুধুই তারে, আপন প্রাণ বিলায়॥
যবে মন ষোল আনা চায়,
হৃদয় মাঝে, হৃদয় চাঁদে নেহারে হেলায়,
যেমন স্থির জলে শশী খেলে, পূর্ণপ্রতিমায়,
হিল্লোলে চঞ্চল চলে, সে ছবি লুকায়॥
যবে সতী প্রাণপতি হারায়,
অনাথিনী পাগলিনী প্রায়,
কিম্বা জলে মগ্ন হ'লে প্রাণ যে করে তায়,
সেই প্রাণে যে ডাকে তাঁরে তখনি সে দেখা পায়॥

ঝিঁঝিট—মিশ্র খাম্বাজ।

কেন অভিমানে।
সাজেনা এ সাজে নাথ বাজের অনিক বাজে প্রাণে॥
যে চরণ হৃদে করি, আছি হরি প্রাণ ধরি,
বঞ্চিত শ্রীপদ আজি কি দোষে আশ্রিত জনে।
তব সুধামাখা কথা, নিবারিতে মনব্যথা;
রহিল অন্তরে গাঁথা দহিতে জীবনে॥
কোথা সে মধুর হাসি, বারেক জুড়াও আসি;
কেন হে হৃদয় শশী নিদয় কাঁদাতে দীনে।

না হলো সাধন, না হলো ভজন,
আশা বিসর্জ্জন আজি রাঙ্গা পায়।
শ্রীমুখ স্মরিয়ে, এ পাষাণ হিয়ে,
বাঁধি নাথ তব নাম ভরসায় ,—
পতিত চিন্তিত, চরণ আশ্রিত,
যা কর হে নাথ নিজ করুণায়,
মিনতি চরণে, (দাসে) দেখো রেখো দীনে ;
তোমা বিনা কেবা চায় মুখপানে ॥ *

ইংরাজী ৪ঠা আগষ্ট ১৯১৫।

Universal Prayer Day.

রেঙ্গুন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতির

সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীত

মঙ্গল আলয় হরি মিনতি পদ কমলে।
ভারত রাজরাজেশ্বরে রাখ নাথ সুমঙ্গলে ॥
এস শান্তি নিকেতন, কর শান্তি বিতরণ,
সতত মঙ্গল তাঁর প্রার্থনা করি সকলে।

---

* রেঙ্গুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সমিতির প্রথম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে (১লা ভাদ্র ১৩০৭ সাল, ইংরাজী ১৭ই আগষ্ট ১৯০০) কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ মহোদয় উক্ত গীতটী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহোদয়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সাধু ত্রাণকারী হবি, কাতরে মিনতি করি,
আজি মহাদিনে দেব ডাকিতেছি সবে মিলে।
হেরিয়া প্রেম নয়নে, কৃপাবারি বিন্দু দানে,
কাঁপাও গোটা অবনী বৃটিশের জয় বলে ॥

কয়েকটী বিশেষ স্মরণীয় দিন।

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব দিন,*—শুক্লপক্ষীয় ফাল্গুনী দ্বিতীয়া, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সেবকগণ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা করিয়া শ্রীচরণামৃত ও দুগ্ধ ফলমূলাদি মহাপ্রসাদ ধারণ করেন †। ইহার পরদিন কাঁকুড়-

---

* হুগলীজেলার অন্তঃপাতী শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে ১০ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৭৫৬ শক (ইংরাজী ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃ:) শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে নিষ্ঠাবান সাধক ক্ষুদীরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতার নাম চন্দ্রমণি দেবী। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যকালের নাম গদাধর। তাঁহার পিতা তীর্থ দর্শন উপলক্ষে যখন শ্রীশ্রী৺গয়াধামে গমন করিয়াছিলেন সে সময় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলেন যে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত, মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত" এবং পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" গ্রন্থদ্বয়ে দ্রষ্টব্য।

† উক্ত তিথি পূজা দিবসে পুণ্যভূমি ৺বেলুড়মঠে পূজ্যপাদ সন্ন্যাসী মণ্ডলী দ্বারা সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগরাগাদি, ভজনানন্দ এবং মহাপ্রসাদ ধারণাদি হইয়া থাকে।

পাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের রাজভোগ উৎসব হয়। জন্মতিথির পর যে রবিবার সেই দিবসে বেলুড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিরাটভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম মহোৎসব হইয়া থাকে। ভক্তপ্রবর ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রচিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব বিষয়ক একটি সুমধুর গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে, কে শুয়েছ আলো ক'রে।
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর ঘরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে।
ভূতলে অতুল মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী, এসেছ কি দয়া ক'রে।

২। শ্রীশ্রীকালী পূজার রাত্রি,—শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা শ্যামপুকুর বাটীতে সন্ধ্যার পর জবা, বিল্ব-পত্র ও রক্তচন্দনসহ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া আনন্দগম্ভীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়া-ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণ উক্ত দিনে সন্ধ্যার পর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী এবং ভোগ-রাগাদি দিয়া

৩। ১লা জানুয়ারী কল্পতরু পূজা,—শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু সাজে জগতের সকলকে “তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ভক্তগণ এই বিশেষ দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও অর্চ্চনাদি দ্বারা তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকেন।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য আবির্ভাব দিন,—শ্রাবণ পূর্ণিমান্তে প্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর লীলা-মূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া নিত্য রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এই দিবস ভক্তেরা দিবারাত্রি উপবাসী থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগরাগের পর শ্রীচরণামৃত ও মহা-প্রসাদ ধারণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা কাঁকুড়-গাছি পূণ্যভূমি যোগোদ্যানে প্রতিপদ তিথি হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত নিত্য হাঁড়ি হাঁড়ি দাল ও ভাত ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে এবং শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর দিন,—শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধির দিন বিরাট ভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব হইয়া থাকে। *

সমাপ্ত।

* অন্যান্য বিশেষ তিথি এবং পূজা উৎসবের দিবস যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত “তত্ত্বমঞ্জরী” নামক মাসিক পত্রিকার প্রতি বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।